FQH = 6

নাপাক পানির পরিচয় এবং আহকাম

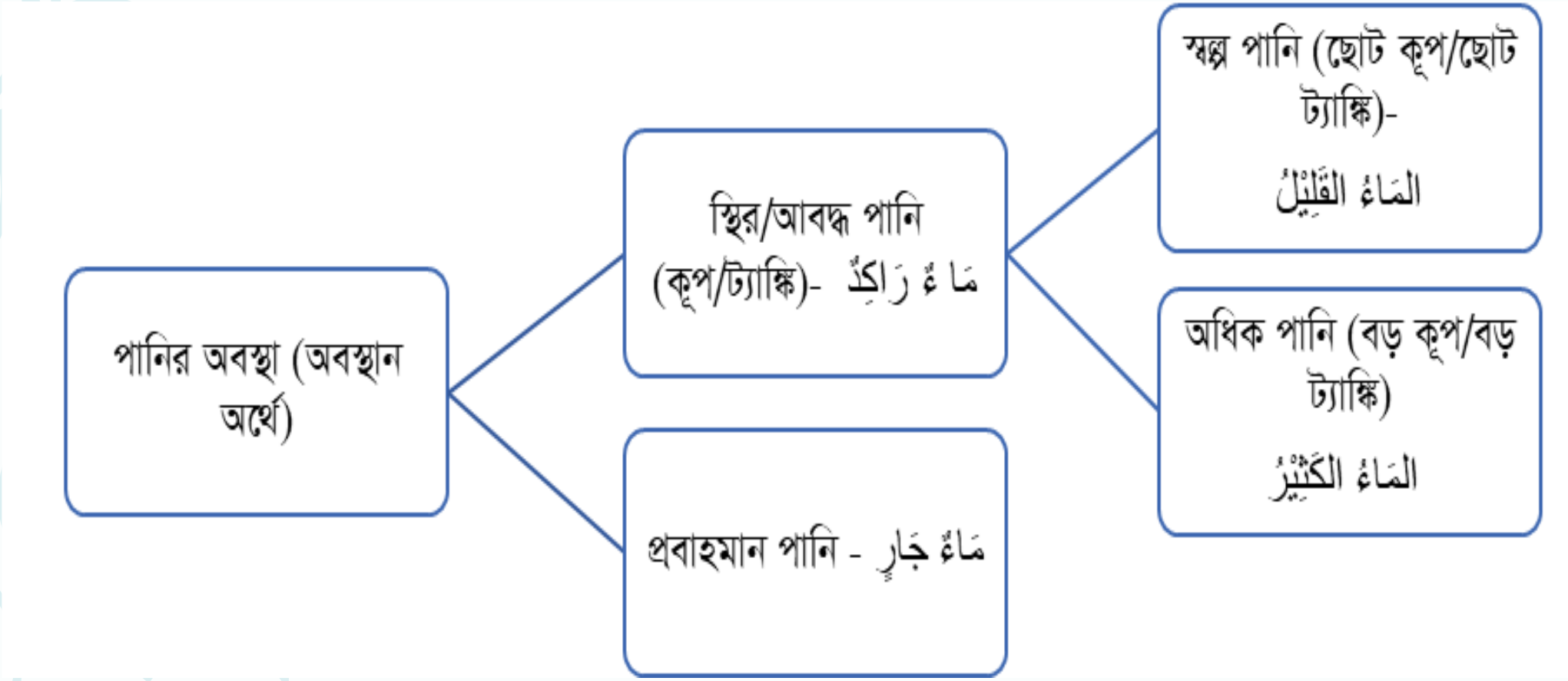

স্বল্প ও অধিক পানির পরিমাপের মাপকাঠি

কতটুকু পানি হলে তাকে ‘অধিক পানি’ বলা যাবে সে বিষয়ে হাদীসে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই। তাই ফক্বীহগণ ইজতিহাদ করেছেন। এই সংক্রান্ত মতগুলো হল,

- ❖ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান ১০ হাত অথবা ১০০ বর্গহাত। এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান ১০ হাত করে হওয়া জরুরী নয়। বরং দৈর্ঘ্য - প্রস্থ মিলিয়ে ১০০ বর্গহাত হলেই হবে। যেমন- দৈর্ঘ্য ৫০ হাত এবং প্রস্থ ২ হাত হলেও তা অধিক পানি হিসেবে গণ্য হবে।
- ❖ অধিক পানি হিসাব করার জন্য কূপ/ট্যাঙ্কির গভীরতা ধর্তব্য নয় বরং শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিলিয়ে পানির উপরিভাগের ক্ষেত্রফল ধর্তব্য।
- ❖ পানির উপরি পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল যদি ১০০ বর্গহাত এর চেয়ে কম হয় এবং নিচের দিকে বেশি হয় তবে তা অধিক পানি হিসেবে গণ্য হবে না।

কূপ/ট্যাঙ্কির নুন্যতম গভীরতা কত হতে হবে তা নিয়ে কয়েকটি মতঃ-

- ২ হাত একত্র করে পানি উঠালে পানি কমে গিয়ে তার তলদেশ প্রকাশ পায় না
- পানির উপরের অংশে নাড়া দেওয়া হলে পানি ঘোলাটে হয় না
- আঙ্গুল খোলা রাখা অবস্থায় ৪ আংগুল পরিমাণ

স্বল্প পরিমাণ পানির হুকুম

- স্বল্প পানিতে (কূপ/ট্যাঙ্কি) যেকোনো ধরণের এবং যেকোনো পরিমাণে নাপাকি পড়লেই; নি.শর্ত পানি নাপাক হয়ে যাবে, যদিও পানির স্বাদ, গন্ধ ও রঙ এর কোন পরিবর্তন না হয় এবং দৃশ্যমান নাপাকি না থাকে। ফিকহুল ইবাদাহ পৃ.২৩

হাদিস শরীফে এসেছে-

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يَجْرِيْ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

“তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব করবে না অতঃপর গোসল করবে ” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৯

- আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه فَلَا يَغْمِسْ يَدَه فِي الْإِنَاءِ حَتّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّه لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُه.

“তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন স্বীয় হাত (পানির) পাত্রে না ডুবায়, যে পর্যন্ত তা তিনবার ধুয়ে না নেয়। কারণ সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় ছিল।” বুখারী ১৬২, মুসলিম ২৭৮

এই দুটি হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, অল্প পানি এতটুকু নাপাক দ্বারাই নাপাক হয়ে যায় যা হাতে লেগে থাকতে পারে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে হাতে লেগে থাকা সামান্য নাপাকিতে পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদ পরিবর্তিত হয় না

প্রবাহমান পানি /অধিক পরিমাণ পানি পরিচয়ঃ

- প্রবাহমান ঐ পানিকে বলা হয় যা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার আসে না।
- কেউ কেউ বলেন, যা ‘খড়কুটা’ ভাসিয়ে নেয়।
- এক পার্শ্ব নাড়া দিলে অপর পার্শ্বের পানি তরঙ্গায়িত হয় না।

প্রবাহমান পানির হুকুম

পানির তিনটি বৈশিষ্ট্য স্বাদ, গন্ধ ও রঙ এর কোন একটিও পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে সেই পানি নাপাক হয়ে যাবে এই বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে।” নায়নুল আওতার ১/৩৫

- বড় পুকুরের এক পার্শ্বে নাপাকি পড়লে অপর পার্শ্বে অজু করা বৈধ
- যদি দৃশ্যমান নাপাকি পড়ে তবে যে প্রান্তে পড়েছে সেই প্রান্তে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না, অন্য প্রান্তে যাবে। ফিকহুল ইবাদাহ –পৃ.২৩
- যদি অদৃশ্য নাপাকি পড়ে তাহলে স্বাদ, গন্ধ ও রঙ পরিবর্তন না হলে পাক, অন্যথায় নাপাক হবে। নাপাকি পড়ার প্রান্তে এবং অন্য প্রান্তে দু’জায়গায়ই পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয।

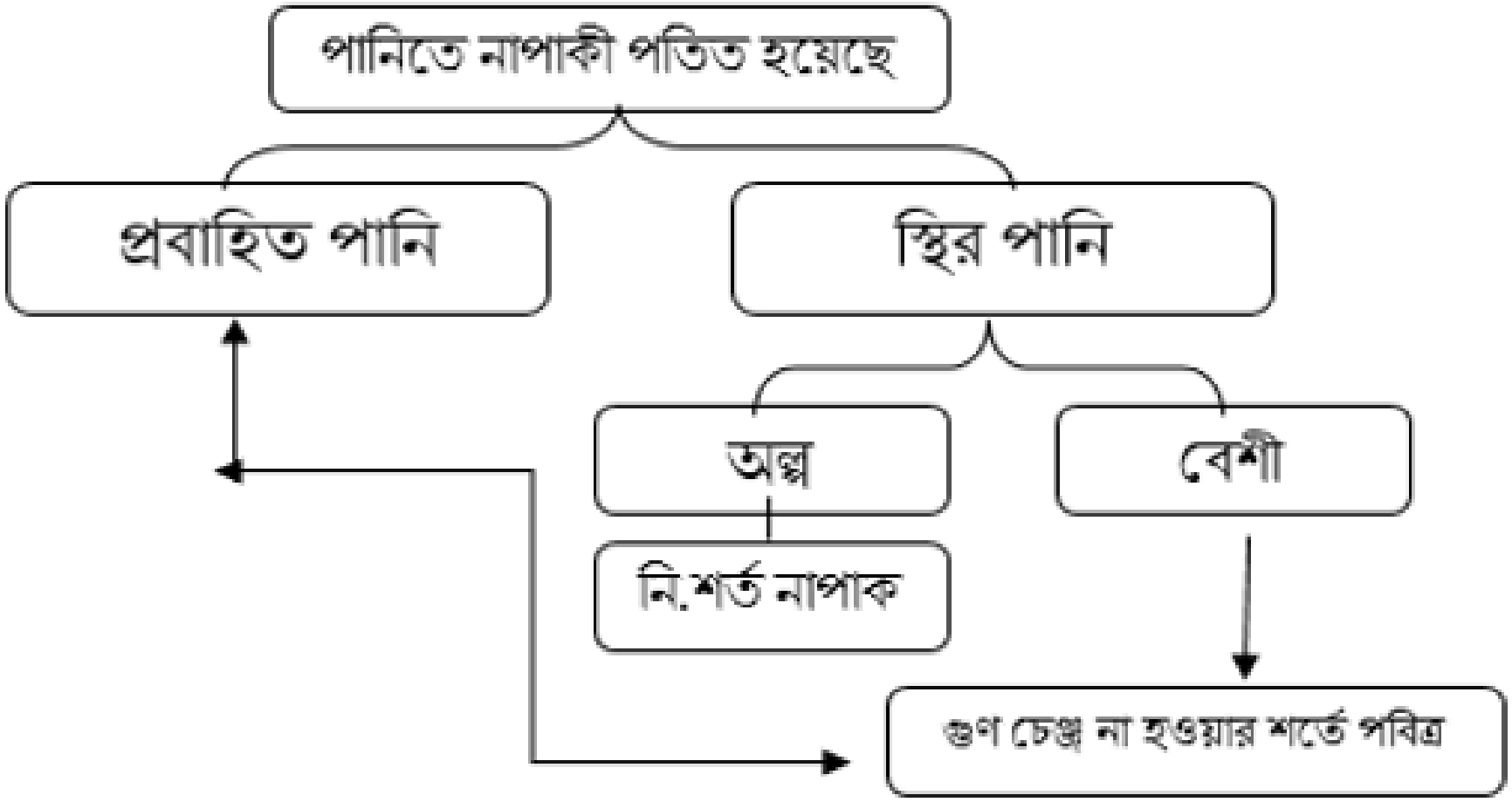
পানিতে নাপাকী পতিত হয়েছে
প্রবাহিত পানি
স্থির পানি
অল্প
বেশী
নি.শর্ত নাপাক
গুণ চেঞ্জ না হওয়ার শর্তে পবিত্র

নাপাক পানি পবিত্র করার পদ্ধতি
স্বল্প পানি নাপাক হলে তা পাক করার দুটি পদ্ধতি-

১. সকল পানি বের করা

- শুধু পানি বের করলেই হবে। আলাদাভাবে কূপ ধৌত করা লাগবে না। তবে কোন দৃশ্যমান নাপাকি থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে।

২. ঐ পানিকে প্রবাহমান পানিতে পরিণত করা।

- এটি করা যায় ২ ভাবে

১. প্রথমে দৃশ্যমান নাপাকি পানি থেকে তুলে ফেলতে হবে। এরপর মটরের সাহায্যে পানি তুলে ট্যাঙ্কি এমনভাবে ভর্তি করতে হবে যেন পানি উপচে পড়ে।

২. প্রথমে দৃশ্যমান নাপাকি পানি থেকে তুলে ফেলতে হবে। এরপর পানি প্রবেশ ও বের হওয়ার সবগুলো পথ (কল/ঝর্ণা ইত্যাদি) খুলে দিয়ে একদিকে মটরের সাহায্যে পানি উঠাতে হবে এবং অন্যদিকে কল/ঝর্ণা ইত্যাদি দিয়ে পানি বের করে দিতে হবে। এই মতটি ফক্বীহগণের মাঝে প্রসিদ্ধ।

এই পদ্ধতিতে কতটুকু পানি বের করতে হবে তা নিয়ে ৩ টি মত রয়েছে-

- ❖ নাপাক পানির চেয়ে কম পরিমাণ পানি বের করলেও হবে।
- ❖ নাপাক পানির সমপরিমাণ পানি বের করতে হবে। এটি প্রসিদ্ধ মত।
- ❖ নাপাক পানির সমপরিমাণ পানি ৩ বার বের করতে হবে।

<u>উল্লেখ্যঃ</u> *বর্তমানে গবেষনাগারে পানি শোধন করার যেসকল রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে যদি দৃশ্যমান নাপাকি চলে যায় এবং স্বাদ, গন্ধ ও রঙ প্রকৃত পানির ন্যায় হয়ে যায় তবে সেই পানি পাক হিসেবে গণ্য হবে।*

- ওয়াসার সাপ্লাই করা পানি তখনই নাপাক বলে গণ্য হবে যখন তার দুর্গন্ধ বা রং- ইত্যাদি থেকে নাপাকি থাকার বিষয়টি নিশ্চিত বলে মনে হবে। অন্যথায় শুধু সামান্য দুর্গন্ধ বা সামান্য ঘোলাটে হলেই সন্দেহের ভিত্তিতে তা নাপাক বলা যাবে না। কারণ এখানে নাপাকির মিশ্রণ ছাড়াও দুর্গন্ধ বা ঘোলাটে হওয়ার ভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সুতরাং যতক্ষণ তা নিশ্চিত নাপাকি বলে মনে না হবে ততক্ষণ তা অযু-গোসল বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। আলবাহরুর রায়েক ১/৮৬

সংগ্রহ: ফিকহুত ত্বাহারাত বই থেকে